হে বোন! আখিরাতই হোক আমাদের লক্ষ্য

সমস্ত প্রশংশা সেই মহান আল্লাহ তা' আলার যাঁর অপার অনুগ্রহে সমস্ত সৎকর্ম পূর্ণতা লাভ করে থাকে। হে আল্লাহ! আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু রয়েছে আপনি তাঁর নূর। প্রশংসা মাত্রই আপনার জন্য, আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মাঝে যা কিছু আছে, এসব কিছুকে সুদৃঢ় ও কায়িম রাখার একমাত্র মালিক আপনিই।

সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক সায়্যিদুল মুরসালীন, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ (সা), তাঁর পরিবার-পরিজন, বংশধর, সহচরবৃন্দ ও কিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের উপর।

“মানুষের জন্যে তাদের হিসাব নিকাশের মুর্হূতটি একান্ত কাছে এসে গেছে, অথচ তারা এখনো উদাসীনতার মাঝে (নিমজ্জিত হয়ে সত্য) বিমুখ হয়ে আছে। (সূরা আম্বিয়াঃ১)

“যারা মনোযোগ সহকারে (আমার) কথা শোনে এবং ভালো কথাসমূহের অনুসরণ করে, এরাই হচ্ছে সেসব (সৌভাগ্যবান) লোক যাদের আল্লাহ তায়ালা সৎপথে পরিচালিত করেন, আর (সত্যিকার অর্থে) এরাই হচ্ছে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ।” (সূরা ঝুমারঃ১৮)

হে প্রিয় বোন আমার! এই পার্থিব জীবন যেন আপনাদের প্রতারিত না করে!

মহান আল্লাহ বলেন, “তোমরা জেনে রাখো, এ পার্থিব জীবন খেলাধুলা, (হাসি) তামাশা, জাঁকজমক (প্রদর্শন), পরস্পর অহংকার প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়ানোর চেষ্টা সাধনা ছাড়া আর কিছুই নয়। (সমগ্র বিষয়টা) যেন (আকাশ থেকে বর্ষিত এক পশলা) বৃষ্টি, যার (উৎপাদিত) ফসলের সমাহার কৃষকের মনকে খুশীতে ভরে দেয়, অতপর (একদিন) তা শুকিয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে তুমি দেখতে পাও, তা হলুদ রং ধারণ করতে শুরু করে, তারপর তা (অর্থহীন) খড়কুটায়

পরিণত হয়ে যায় (কাফেরদের জন্যে পার্থিব জীবনের চেষ্টা সাধনা এমনি এক অর্থহীন কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়), আর পরকালের জীবনে (তাদের জন্য থাকবে) কঠোর আযাব এবং (ঈমানদারদের জন্য থাকবে) আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাঁর) ক্ষমা ও সন্তুষ্টি (সত্যি কথা হচ্ছে), দুনিয়ার এ জীবন কতিপয় ধোকা প্রতারণার সামগ্রী বৈ কিছুই নয়”। (সূরা হাদীদঃ২০)

দুনিয়ার এ জীবনকে যখন দুনিয়াবী দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয় ও দুনিয়াবী মানদন্ডে যাচাই করা হয় তখন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট কিছু মনে হয়। কিন্তু দুনিয়ার এ জীবনকে যখন আখিরাতের মানদন্ডে যাচাই করা হয় তখন এ দুনিয়ার জীবনকে অত্যন্ত তুচ্ছ ও নগন্য বস্তু বলে মনে হয়। দুনিয়ার এ জীবন কল্পনার ধন ব্যতীত আর কিছুই নয়। দুনিয়ায় যা কিছু সম্পদ রয়েছে তার নিজস্ব কোনো অবস্থান ও স্থিতি নেই।

বনি আদম এ জমিনে কতদিন বসবাস করতে পারে, কতদিন সে এ জমিনের উপর বিচরণ করতে পারে? আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, আমার উম্মতের গড় বয়স ৬০ থেকে ৭০ বছর। তাদের অল্প লোকই এই সীমানা পার হতে পারে। (তিরমিযী)

হে বোন! দুনিয়ার এ সামান্য সময়টুকু যেন আপনাকে ধোকায় ফেলে না দেয়। প্রতারক শয়তান যেন আপনাকে কোনোরুপ প্রতারিত করতে না পারে। মহান আল্লাহ বলেন,

“(হে মানুষ), এ পার্থিব জীবন যেন তোমাদের কোনোরকম প্রতারিত করতে না পারে এবং প্রতারক (শয়তানও) যেন কখনো তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কোনো ধোকা দিতে না পারে”। (সূরা আস-সাজদাঃ ৩৩)

মহান আল্লাহ আরও বলেন, “হে মানুষ, (আখিরাত সম্পর্কিত) আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অবশ্যই সত্য, সুতরাং দুনিয়ার জীবন যেন তোমাদের কোনোদিনই প্রতারিত করতে না পারে। কোনো প্রতারক যেন তোমাদের আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে কখনো ধোকায় ফেলতে না পারে (সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থাকবে)”। (সূরা ফাতিরঃ ৫)

হে বোন! আজ আমরা দুনিয়ার এ সামান্য জীবন লাভ করে মিথ্যে মায়ার মরিচিকার পেছনে এমনভাবে ছোটে চলেছি যেন আজ আমরা একথা ভুলেই গেছি যে, আমাদের জীবনের এ সমান্য সময়টুকু বরফের টুকরার মত আস্তে আস্তে গলতে শুরু করে দিয়েছে, আমাদের জীবনের উদিত সূর্যগুলো দিনের পর দিন একেক করে হারিয়ে যাচ্ছে। এমন একদিন আসবে যেদিন আমাদের উপর আর কোনো সূর্যের উদয় ঘটবে না। আমাদের একদিন এ তুচ্ছ দুনিয়ার মায়া জাল ছিড়ে পরকালের উদ্দেশ্যে পারি জমাতে হবে। যে দুনিয়ার ধোকায় পরে আজ আমরা আমাদের মূল্যবাণ সময়টুকু হেলায় ফেলায় নষ্ট করছি

সে নষ্ট হওয়া সময়টুকু একদিন আমাদের আফসোসের কারণ হবে। যে প্রিয় সম্পদ আর প্রিয় মানুষগুলো নিয়ে স্বপ্নের জাল বুনে বাস্তবতাকে ভুলে কল্পনার সাগরে হাবুডোবু খাচ্ছি, সে স্বপ্নও একদিন ভেঙ্গে যাবে। সে চরম বাস্তবতা (মৃত্যু) একদিন আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হবে। যেদিন সমস্ত কিছুর হিসেব নেওয়া হবে, সেদিন এ উপার্জিত ধন-সম্পদ যা আমরা পছন্দ করি, আর প্রিয় মানুষগুলো যাদেরকে আমরা ভালোবাসি এর কোনো কিছুই আমাদের কোনো উপকারে আসবে না। না তাদের পক্ষ থেকে সেদিন কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে! মহান আল্লাহ বলেন,

"(হে ঈমানদার ব্যক্তিরা) তোমরা সে দিনটিকে ভয় করো যেদিন একজন আরেক জনের কোনোই কাজে আসবে না, একজনের কাছ থেকে আরেকজনের (পক্ষে সেদিন) কোনো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না, (কাউকে ছেড়ে দেয়ার জন্য) কারো কাছ থেকে কোনো মুক্তিপণ নেয়া হবে না- না তাদের (সেদিন) কোনো রকম সাহায্য করা হবে! (সূরা বাকারাহঃ ৪৮)

হে বোন! আপনারা সেই দিনটি চলে আসার পূর্বেই মহান প্রতিপালককে ভয় করুন যেদিন পলায়ন করবে ভাই তার ভাই হতে, স্বামী তার স্ত্রী হতে, পিতা তার সন্তান হতে"।

হে বোন! এই ধন-সম্পদ, স্বামী, সন্তান, সংসার আর দুনিয়াবী কর্মব্যস্ততা যেন আপনাকে আপনার রবের ইবাদত থেকে কখনো গাফেল করে না দেয়!

মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদার ব্যক্তিরা, তোমাদের ঐশ্বর্য ও সন্তানাদি যেন কখনো তোমাদের আল্লাহর স্মরন থেকে উদাসীন না করে দেয়, (কেননা) যারা এ কাজ করবে তারা চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে"। (সূরা মোনাফেকুনঃ ৯)

হে প্রিয় বোন আমার! দুনিয়ার এ সামান্য চাকচিক্য দেখে পরকালে আপনার স্থায়ী ঠিকানা আল জান্নাতের কথা ভুলে যাবেনা। যেখানে মহান আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন "এ পার্থিব জীবন (কিছু বাহ্যিক) ছলনার মাল সামানা ছাড়া আর কিছুই নয়"। (আল ইমরানঃ ১৮৫)

অথচ আজ আমাদের জীবনে এত কিছু থাকার পরেও যেন আমরা পরিতৃপ্ত হতে পারছিনা। নিজ নফসের তাড়নায় আমরা আজ এমনভাবে ছুটে চলেছি যে, মৃত্যুর কথাও যেন আমরা ভুলে গেছি, ভুলে গেছি যে, আমরাও একদিন মারা যাবো, আমাদের জীবনেও এমন একদিন আসবে যেদিন আমাকে আপনাকে আর কোনো লোক পৃথিবীর অধিবাসী বলে ডাকবে না। আজ মাইকে যাদের শোক সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে এমন একদিন আসবে যেদিন আমার আপনার শোক সংবাদ প্রচার করা হবে। আজ যাদের জন্য ক্রন্দন করা হচ্ছে এমন একদিন আসবে যেদিন আমার আপনার জন্য ক্রন্দন করা

হবে। আজ যাদের লাশ বহন করা হচ্ছে এমন একদিন আসবে যেদিন আমার আপনার লাশ বহন করা হবে। আজ যাদেরকে মাটির গর্তে পুতে রেখে আসা হচ্ছে এমন একদিন আসবে যেদিন আমাকে আপনাকে মাটির গর্তে পুতে রেখে আসা হবে!! কি উত্তর হবে সেদিন যখন আমাকে প্রশ্ন করা হবে, তোমার রব কে? তোমার দ্বীন কি? তোমার রাসূল কে ছিলেন? সে উত্তর দেওয়ার জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছি আমরা? কখনো কি ভেবে দেখেছি যখন আমাদের প্রাণ আমাদের কণ্ঠনালীতে এসে পৌঁছে যাবে তখন মালাকূল মাউত মৃত্যুর ফেরেশতা আমাদের সাথে কিরুপ আচরণ করবে?? যখন আমাদের প্রিয় মানুষগুলো আমাদের দিকে অসহায়ের মত তাকিয়ে থাকবে, তারা চাইলেও সে কঠিন মুহূর্তে আমাদের কোনো উপকার করতে তারা সক্ষম হবে না! এ কঠিন বাস্তবতার কথা আমাদের মহান প্রভু আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার পরও আমরা মৃত্যুর সাথে এমন আচরণ করছি! যেনো আমরা চিরকাল এ দুনিয়াতেই বেচে থাকবো! যেনো কখনো আমরা মারা যাবো না! অথচ আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, "তোমরা দুনিয়ার স্বাদ বিনষ্টকারী মৃত্যুকে অধিক পরিমানে স্মরণ করো"।

হে বোন! আমরা এ ক্ষনস্থায়ী জীবন লাভ করে কিভাবে পরিতৃপ্ত হতে পারি? ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমরা কিভাবে আনন্দ-ফুর্তি করবো!! যেখানে, মৃত্যু আমাদের পেছনে ধাবমান, কবর আমার সামনে মুখ হা করে আছে, কিয়ামত আমাদের প্রতিশ্রুত সময়সীমা, জাহান্নামের ওপর দিয়ে পুলসিরাত পারের কঠিন পরীক্ষা এবং আল্লাহ তায়ালার সামনে দাঁড়িয়ে করতে হবে জবাবদিহীতা! হে বোন! কিভাবে আমরা দুনিয়ার ভোগ-বিলাশ দেখে আনন্দিত হতে পারি! যেখানে, ইসরাফিল (আ) এক দৃষ্টিতে মহান রবের আরশের দিকে তাকিয়ে আছেন! কখন মহান আল্লাহ সেই শিংগার ফুৎকারের মহান আদেশটি দিবেন! তা পালনে না আবার দেরি হয়ে যায়! কিভাবে আমরা আমাদের মহান রবকে ভুলে থাকতে পারি যেদিন, "(এ যমিন ও) তার ওপর যা কিছু আছে তা সবই (একদিন) বিলীন হয়ে যাবে। বাকী থাকবে শুধু তোমার মালিকের সত্তা- যিনি পরাক্রমশালী ও মহানুভব"। (সূরা আর-রহমানঃ ২৬-২৭)

হে বোন! এই দুনিয়ার জীবনটা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যস্ততা আর কঠিন বাস্তবতার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত একটি জীবন। আর এই দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যস্ততা আর কঠিন বাস্তবতাগুলো আমাদের জন্য একটি পরিক্ষা। এই ব্যস্ততা আর বাস্তবতার মধ্যেই মহান আল্লাহ আমাদেরকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। এই দুনিয়াবী ব্যস্ততা আর কঠিন বাস্তবতার মধ্যে পরে আমরা যেন আমাদের দায়িত্বকে ভুলে না যাই, আমরা যেন আমাদের রবকে ভুলে না যাই। এই দুনিয়ার ব্যস্ততা আর সমান্য

দুঃখ কষ্টগুলো যেন আমাদেরকে আমাদের রবের ইবাদতে গাফেল করে না দেয়। মনে রাখবেন! যে দুনিয়াকে ভালোবাসে সে তার আখিরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, আর যে আখিরাতকে ভালোবাসে সে তার দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর আমাদের চিরস্থায়ী জীবন লাভের জন্য দুনিয়ার এ জীবনটা হচ্ছে আমাদের জন্য একটা সফর। সফর শেষে আবার সেই চিরস্থায়ী জান্নাত অথবা জাহান্নামে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন, তোমরা দুনিয়াতে এমন ভাবে বসবাস করো যেন তোমরা মুসাফির।

হে বোন! আমাদের দুনিয়ার জীবনটা যেন একজন মুসাফিরের মত হয়। একজন মুসাফির তার সফরের সময়টুকু নিয়ে কখনো কাল্পনিক জগতে হারিয়ে যায় না। কারণ সে জানে সফর শেষে তাকে তার গন্তব্যস্থলে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আমরা! আমাদের কি অবস্থা! আমরাও তো জানি, আমাদেরও একদিন এ মায়াময় ধরণী থেকে বিদায় নিতে হবে। আমরাও একদিন কবরের অধিবাসী হয়ে যাবো! আমাদেরকেও একদিন দুনিয়ার এ সফর শেষ করে চিরস্থায়ী গন্তব্যস্থলে ফিরে যেতে হবে। সব কিছু জানার পরেও আমরা দুনিয়া নিয়ে কেমন কল্পনার জগতে পরে আছি!! মহান আল্লাহ আমাদের যে সময় বেধে দিয়েছেন তার থেকে কোনো সুবিধাই গ্রহণ করছিনা। আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন, পাঁচটি জিনিস আসার আগে পাঁচটি জিনসকে মূল্যায়ণ করো, বৃদ্ধ হওয়ার আগে যৌবনকে মূল্যায়ন করো, অসুস্থ হওয়ার আগে সুস্থতাকে মূল্যায়ণ করো, দরিদ্র হওয়ার আগে সম্পদশালীতাকে মূল্যায়ণ করো, ব্যস্ত হওয়ার পূর্বে অবসরকে মূল্যায়ণ করো, মৃত্যুর আগে জীবনকে মূল্যায়ণ করো।

তাই আমাদের উচিত যা ক্ষনস্থায়ী ও ধ্বংসশীল তার ওপর স্থায়িত্বতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে আমাদের নফসের সকল কামনা বাসনা থেকে মুক্ত রেখে দ্বীনের উপর অটল অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন আমীন।

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ